"চৌরঙ্গী"
ফজলী ব্রাদার্সের বাংলা ছবি
সুশীল
12-9-42

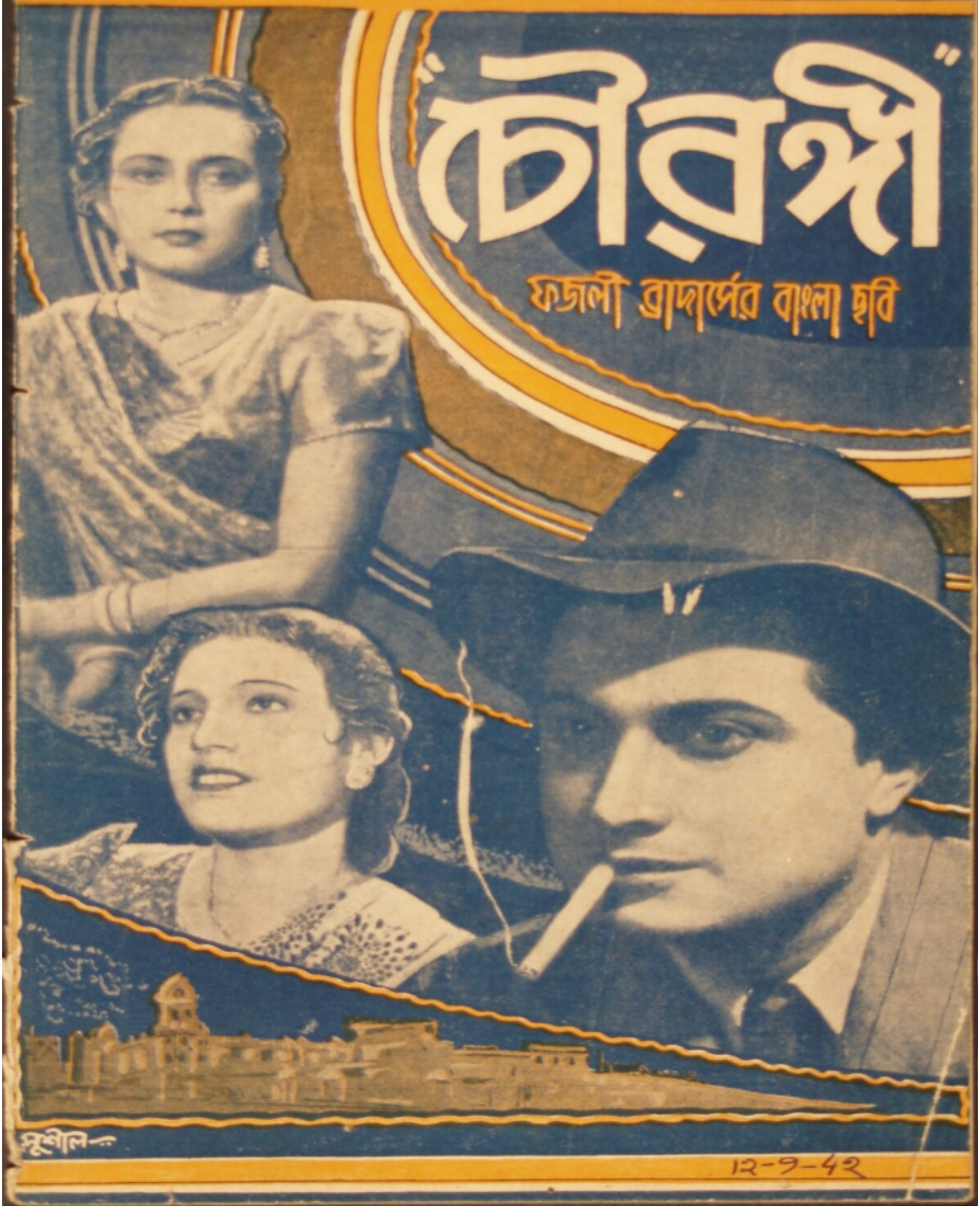

## কর্ম্মীসঙ্ঘ :—

| | |
|---|---|
| পরিচালনা | — নবেন্দুসুন্দর। |
| কাহিনী ও চিত্রনাট্য | — এস্, ফজ্‌লী। |
| সংলাপ | — প্রেমেন্দ্র মিত্র। |
| সুরযোজনা | — কাজী নজ্‌রুল্ ইস্‌লাম্। |
| আলোকচিত্র | — এ, হামিদ্। |
| শব্দযোজনা | — জে, ডি, ইরাণী। |
| সম্পাদনা | — বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| প্রধান রাসায়নিক | — ধীরেন দাসগুপ্ত। |
| শিল্প-নির্দ্দেশক | — তারক বসু। |
| ব্যবস্থাপক | — মেঘরাজ আহুজা। |
| প্রযোজনা | — এস্, ফজ্‌লী। |
| রূপসজ্জা | — বসির আহম্মদ ও শৈলেন গাঙ্গুলী। |
| স্থিরচিত্র | — গোপাল চক্রবর্তী ও সত্য সান্যাল। |

## সহকারীগণ :—

| | |
|---|---|
| পরিচালনায় | — আশু চক্রবর্তী। |
| সঙ্গীতে | — কালীপদ সেন। |
| চিত্রশিল্পে | — এম, রহ্‌মান। |
| শব্দযন্ত্রে | — কল্যাণ সেন্। |
| সম্পাদনায় | — রবীন দাস্। |
| রসায়নাগারে | — মথুরা ভট্টাচার্য্য, দীনবন্ধু চ্যাটার্জ্জি, শম্ভু সাহা ও মজু। |
| শিল্প-নির্দ্দেশে | — পাঁচুগোপাল দে। |
| ব্যবস্থাপনায় | — ছোটে। |

—শ্রেষ্ঠাংশে—

ছায়াদেবী
জ্যোতিঃপ্রকাশ
প্রমীলা ত্রিবেদী
ডাঃ হরেন মুখার্জ্জি

—অন্যান্য ভূমিকায়—

গায়ত্রী রায়
মায়া বসু
ভুজঙ্গ রায়
অমিতা বসু
শান্তা দাস
দ্বিজেন ঘোষ।
ষষ্ঠীদাস মুখার্জ্জি,
উর্ম্মিলা, কৃষ্ণা, কাল্লু, শৈলেন্,
কালীপদ, লাবণ্যকুমার, এনা, হেনা
গৌরী, মীনা, মীরা, ওয়াহীদ্
বেলা, সমর, ডলি প্রভৃতি।

চিত্র পরিবেশক ঃ

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটর্স

# চৌরঙ্গী

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর,—রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই, চৌরঙ্গীর চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সে ভিক্ষে করে ; পথ দিয়ে কত লোক আসে যায়—কেউ বা তাকে কিছু দেয়, কেউ মুখের পানে চায়, আর কেউ হয়ত লক্ষ্যই করে না। পরণে তার ছেঁড়া কাপড়, খালি পা-দুটো ধূলোয় ঢাকা, কিন্তু মুখে তার হাসি লেগেই আছে। যে যায় তারই সামনে হাতখানা পেতে বলে, 'মেম্‌সাব্‌ এক্‌ পয়সা—বাবু একটা পয়সা—সারাদিন কিছু খাইনি।'

ধনীর ছেলে আর রাজার মেয়ে মেট্রোতে বায়স্কোপ দেখে বেরিয়ে আসে—ভিখিরী মেয়েটা পথ আগলে দাঁড়ায়। ভিক্ষে পায় নগদ এক টাকা—বুঝতে পারে না সে। বলে, 'আমার কাছে তো ভাঙ্গানি নেই'—'সবটাই রাখো,' ব'লে দু'জনেই চলে যায়……

তারপর থেকে ধনীর ছেলে আর ভিখিরী মেয়ের মাঝে মাঝে হয় দেখা ; দুজনেরই দু'জনকে ভাল লাগে। ছেলেটি একদিন ইচ্ছে করেই পকেট থেকে টাকাভরা ব্যাগটা পথে ফেলে দিয়ে ওকে পরীক্ষা করে ; মেয়েটা কুড়িয়ে এনে বলে,—'সায়েব, এটা কি আপনার ?'—ও বলে, 'না আমার তো নয়, ভাগ্য যখন মিলিয়ে দিয়েছে, তখন তুমিই নাও, কেউ তো আর দেখছে না'—মেয়েটা একটু হেসে উত্তর দেয়, —'যিনি দেখবার তিনি ঠিকই দেখছেন, ওটা যেখানে পেয়েছি, সেখানে ফেলে দেব'.....অবাক হয়ে যায় ধনীর ছেলে,—ভাবে, এতো যদি ভালো তবে ভিক্ষে করে কেন ? —কারণ ভিক্ষেই নাকি ওর একমাত্র সম্বল !

ভিক্ষে ছেড়ে ওকে কাজ কোরতে বলে। মেয়েটা যায় মজুরী কোরতে।.....এদিকে রূপের জৌলুস, সভ্যতার মুখোস আর আভিজাত্যের নামে স্বেচ্ছাচার ছেলেটির আর

মোটেই ভালো লাগে না। একদিন সেকথা স্পষ্টই বলে দিলো রাজকুমারীকে, বোললে,—'আমি চাই স্ত্রী স্বামীর মতেই চোলবে।' রাজকুমারীও স্পষ্টই জানিয়ে দিলো,—'ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় সে কারুর হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না, সে স্বামীই হোক আর যেই হোক্'——

·····মন গেলো ভেঙ্গে। বিতৃষ্ণা এলো সমাজ ও সংস্কারের ওপর·····

কাজ কোরতে সে গিয়েছিল বটে, কিন্তু জমাদারের দুর্ব্ব্যবহারে তাকে আবার পথে এসে দাঁড়াতে হয়। বলে,—'মজুরীর চেয়ে ভিক্ষেই আমার ভালো'—ধনীর ছেলে বুঝিয়ে বলে—'তুমি যদি ভালো হওতো লোকের কুনজরে কি যায় আসে?·····আবার ফিরে যায় মজুরী কোরতে। ঘটনাচক্রে দু'জনের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে ওঠবার অবকাশ পায়।

মেয়েটা চায় তার অন্তরের ঐশ্বর্য্য দিয়ে বাইরের দৈন্য ঢাকতে। প্রিয় আর দেবতাকে সে একই ভাবে····· আর নিবেদনের ফুল তুলতে তুলতে গায়—'প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই'—

এদিকে ধনীর ছেলে মুছে ফেলে রাজকুমারীর ছবি। আর তারই বদলে আঁকে, তার ধূলি ধূসরিতা প্রিয়ার সুন্দর মুখখানি—

—স্বপ্ন ছেড়ে সে বেরিয়ে এলো বাস্তবে—কুড়িয়ে নিলো পথের মাণিক, বোললে 'আমি তোমায় বিয়ে কোরব'।

সমাজের আসন উঠলো দুলে এই দারুণ দুঃসাহ-সিকতায়। বাতাসের বেগে, আগুণের ফুলকির মতো মুখ থেকে মুখে মুখে ছড়িয়ে গেলো,—বিয়ে !—বিয়ে !!—কি অন্যায় !!!

নীতিবাগীশ পিতার কঠিন আদেশ শিরোধার্য্য কোরে ভিখারিণীর হাত ধ'রে নিরাশ্রয় হয়ে যেদিন সে পথে এসে

দাঁড়াল, সেদিনও তার মনে মনে আশা ছিল, ভাগ্যলক্ষ্মী হয়তো তার প্রতি বিমুখ হবেন না, চাকরী একটা যোগাড় হবেই। কিন্তু সে ভুল যখন ভাঙল, তখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় রিক্‌সা টেনে বেড়াতেও সে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হোলো না, বুঝতে পারল—ধর্ম্মের রোজগার কখনও বেশী হয় না।

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রোজগারের পয়সাগুলো এনে প্রিয়ার হাতে দিয়ে হাস্‌তে হাসতে বলে,—আসছে পূর্ণিমায় আমাদের বিয়ে……

…প্রতিদিন কত যাত্রীকে সে কত যায়গায় নামিয়ে দিয়ে আসে—রিক্‌সাওলাকে কেই বা চেনে৹ আর সেই বা কাকে চেনে !…

…নার্সকে নিয়ে এসে হাসপাতালের সামনে নামিয়ে দিয়ে ভাড়ার জন্যে হাত পাতে সে—কিন্তু হঠাৎ দুজনেই

দুজনের পানে চেয়ে চম্‌কে উঠে বলে,—'আপনি !—আপনি !'

····· পৃথিবীতে সবই সম্ভব·····

স্বেচ্ছায় রাজসম্পদ ছেড়ে যে নারী আজ নিজেকে উৎসর্গ কোরেছে পরের সেবায়, সে-ই একদিন গিয়েছিলো তার সমস্ত অলঙ্কার নিয়ে, ভিখিরী মেয়ের কাছে—চেয়েছিলো প্রেমকে কিনতে, কিন্তু শুন্‌ল যে,—প্রাণের জিনিষ প্রাণ দিয়েই পাওয়া যায়, পাথর দিয়ে নয়—তাই ফিরে গিয়ে অলঙ্কারগুলো তার বোনের সামনে ধরে বোল্‌লে,—জানিস, এইগুলোর দাম চোখের জলের চেয়েও কম! ·····

···তিথির পরে তিথির ঘাটে ফিরে ফিরে আসে চাঁদের তরণী, আসন্ন সেই শুভমিলনের পূর্ণিমা রাত্রি····· কিন্তু একি অঘটন !—রক্তাক্ত দেহে রিক্সাওলাকে তার

বাড়ীর দরজায় এনে হাঁক দেয় আর একজন রিক্‌সাওলা,
—'দেখো তো মা, এ লোক কি তোমার ?'···

—এতদিনের আবৃত রহস্য তার সমস্ত যবনিকা অপসারিত কোরে দেখা দেয় ভিখিরী মেয়ের সাম্‌নে····· ধনীর ছেলে আজ তারই জন্যে রিক্‌সাওলা !!!—

···অনুশোচনায় ভ'রে ওঠে তার সমস্ত হৃদয়····· দুঃখের বোঝা নামাতে সে ছুটে যায় ধনী পিতার কাছে, বলে,—আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তার জীবনের অভিশাপ—আপনি আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে আনুন।···

প্রিয়পুত্রের সঙ্গে পিতার মিলনসেতু রচনা কোরে দিয়ে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বিদায় নেবার বেলা প্রিয়তমের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলে,—ওগো, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না·····

·····তারপর ?·····তারপর কোথায় যায় সে ?·····

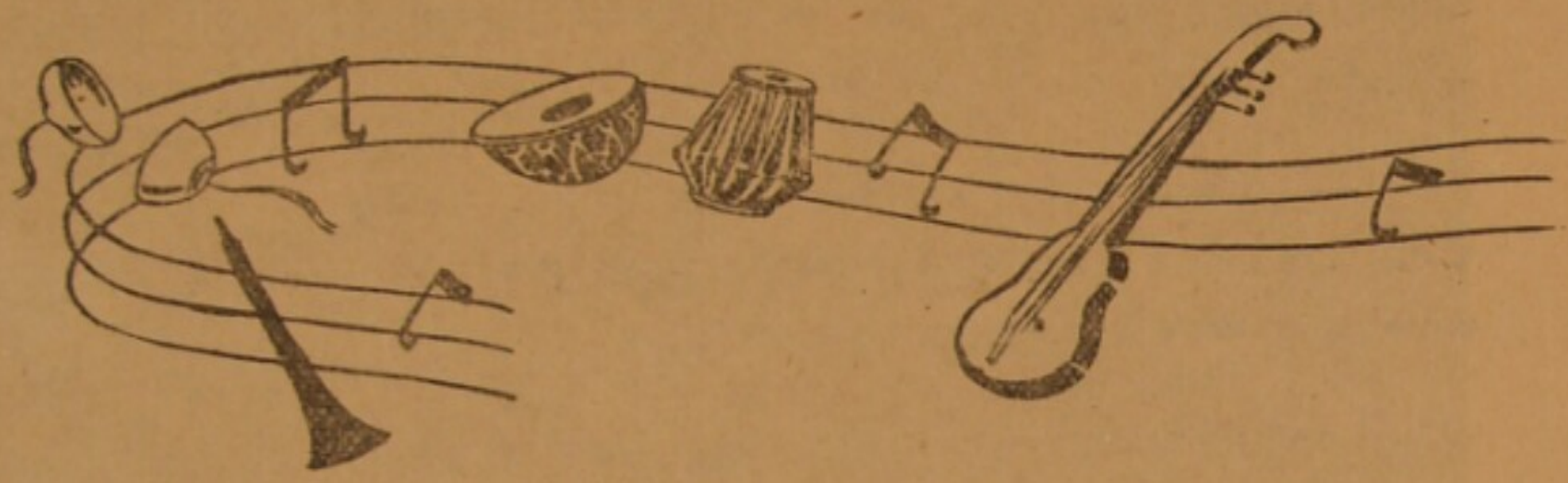

( নেপথ্য সঙ্গীত )

চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী
চারদিকে রং ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গীলা কুরঙ্গী ;

সে সকলের মন মাতায়
কলকাতার চৌমাথায়,
ওপারে সে ফিল্মের ঝিল্‌মিল্ আলোর দেয়ালী
এ পারে সে পথের ভিখারিণী চোখের বালি ;
গোরা কালো সাহেব মেমে, মন্দ ভালো বি-এ, এম-এ,
সবাই তাহার সঙ্গী ;

সে দক্ষিণ হাত তুলি দক্ষিণা চায়
আলো দেয় রবি শশি ফুল দেয় দখিণা বায়
ওকি গোলাপ ফুল নারঙ্গী,
নুয়ে প'ড়ে আকাশ দেখে তাহার নাচের ভঙ্গী ॥

—ইন্দ্রাণী রায়

( ভিখারিণীর গান )

রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়-যায়-যায়
ওড়না তাহার ঘূর্ণী হাওয়ায় দোলে
ফুল ছড়ায় পথের বালুকায়।

তার ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে তনুর তলোয়ার
সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে পাথর কুঁচির হার
তার ডালিম ফুলের ডালি গোলাপ ফুলের লালি
ঈদের চাঁদও চায়।

আরবী ঘোড়ায় সোয়ার হ'য়ে বাদ্‌শাজাদা বুঝি
সাহারাতে ফেরে সেই মরিচীকায় খুঁজি
কত তরুণ মুসাফির পথ হারালো হায়
কত বনের হরিণ মরে তারি রূপ তৃষায়।

( কামিন্‌দের গান )

সারাদিন পিটি কার দালানের ছাত গো,
পাত ভরে' ভাত পাই না ধরে' আসে হাত গো।

তোর ঘরে আজ কি রান্না হ'য়েছে
ছেলে দুটো ভাত পায় নি পথ চেয়ে রয়েছে।

আমিও ভাত রাঁধিনি দেখ্‌না চুল বাঁধিনি
শাশুড়ী মাদ্ধাতার খুড়ী মন্দ কথা ক'য়েছে।

আমার ননদ বড় দজ্জাল বজ্জাত গো
সারাদিন পিটি কার দালানের ছাত গো।

এত খায় তবু এদের বউগুলো স্যুঁটকো
ছেলেগুলো প্যাকাটি বাবুগুলো মুটকো।

এরা কাগজের ফুল এরা চোখে চাঁদ দেখে না
ইটের ভিতর কীটের মত কাটায় সারা রাত গো।

( রাজকুমারীর গান )

আরতি প্রদীপ জ্বালি আঁখির তারায়
প্রেমের কুসুম গাঁথি মিলন মালায় ;
সুন্দর আসে মোর
প্রিয়তম মন-চোর,
তাই পুলকের শিহরণ তনু লতিকায়॥

—নবেন্দুসুন্দর
সুর—দুর্গা সেন

( ভিখারিণীর গান )

প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই
বুল্‌বুলি সেই কথা ভুলিল কি হায়;
সে কেন তবে আসে না
রাতের ফুল মোর হাতে শুকায়

রাজ বাগিচার ফুল হোক যত গরবী
পথের ফুলেও আছে তারি মত সুরভী।
রসের পুতলী হয় পথের ভিখারিণী
যদি প্রেম পায়॥

( নায়ক ও নায়িকার গান )

নায়ক। জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি
তব হাসি কান্না চোখের দৃষ্টি
তারও চেয়ে মিষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি

নায়িকা। কান্না মেশানো পান্না নেব না বঁধু
এই পথেরই ধূলায় আমার মনের মধু
করে হীরা মাণিক সৃষ্টি, মিষ্টি, মিষ্টি।

নায়ক। সোনার ফুলদানী কাঁদে লয়ে শূন্য হিয়া
এসো মধু মঞ্জরী মোর—এসো প্রিয়া।

নায়িকা। কেন ডাকে বৌ কথা কও, বৌ কথা কও,
আমি পথের ভিখারিণী গো—নহি ঘরের বউ
কেন রাজার দুলাল মাগে মাটির মউ
বুকে আনে ঝড়, চোখে বৃষ্টি
তার সকরুণ দৃষ্টি তবু মিষ্টি তবু মিষ্টি।

( ভিখারিণীর গান )

ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভ'রে খেয়ো ;
ঘুম আয়রে দুষ্টু খোকায় ছুঁয়ে যা
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে যা
ঘুম আয়রে ঘুম আয় ঘুম।

মেঘের মশারিতে রাতের চাঁদ পড়ল ঘুমিয়ে
খোকার চোখের পাপড়ি পড়ুক ঘুমে ঝিমিয়ে
ঘুম আয়রে আয়
শুশুনি শাক খাওয়াব ঘুম পাড়ানি আয়
ঝিঁ ঝিঁ পোকার নূপুর খোল খোকা ঘুমু যায়
ঘুম আয়রে ঘুম আয় ঘুম ॥

( ভিখারিণীর গান

ঘর ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয়রে
জাফ্‌রানী রংয়ের পরাব পিরাণ তোর গায় রে ;

আস্‌মানে যেতে চায় তারা হ'য়ে আমার নয়ন তারা
তোর খেলার সাথী কাঁদে শাপ্‌লার ফুল
ফিরে আয় পথহারা
দু'নয়ন ঘুমে ঢুলে হৃদয় ঘুমায় না
কাছে পেতে চায়রে, আয়রে ;

চোখের কাজল তোর চাঁদ মুখে লেগেছে
আয় মুছাব আঁচলে,
মায়ের পরাণে তোর স্নেহের সাগর তরঙ্গ উথলে
মোর মনের ময়না ঘরে মন রয়না
পথ চেয়ে রাত কেটে যায় রে,
আয়রে ॥

( ভিখারিণীর গান )

ওগো বৈশাখী ঝড় লয়ে যাও
অবেলায় ঝরা এ মুকুল,

ল'য়ে যাও বিফল এ জীবন
এই পায়েদলা ফুল ;

ওগো নদীজল লহ আমারে
বিরহের সেই মহাপাথারে
চাঁদের পানে চাহি যে পারাবার
অনন্ত কাল কাঁদে বিরহ ব্যাকুল।

# মুক্তি প্রতিক্ষায়

( সরল হিন্দি ছবি )

## মনচালি

## প্রার্থনা খামোশি

প্রভাতের

## ১০' বাজে

Congenial Trading Co., Calcutta